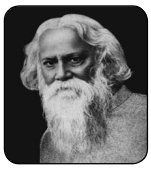

দুই তীরে

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা সেও এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী কিন্তু দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন, চকাচকি, তট, ডিঙি, আচ্ছাদন, বেণুবন।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
নির্জন	–	জনশূন্য স্থান।
চকাচকি	–	হাঁসজাতীয় পাখি।
তট	–	নদীর তীর।
ডিঙি	–	এক ধরনের নৌকা।
আচ্ছাদন	–	ঢাকনি, ছাউনি।
বেণুবন	–	বাঁশ বাগান।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকিরা	আচ্ছাদন	তটে	বেণুবন	নির্জন	ডিঙি

ক. এলাকাটি এত ———— যে গা ছমছম করে।
খ. নদীর ধারে ———— দল বেঁধে বেড়ায়।
গ. গ্রামের ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ ———— করে পারাপার হয়।
ঘ. নদীর দু ———— প্রতিবছর মেলা বসে।
ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ ———— হিসাবে ব্যবহার করে।
চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা ———— বাতাসে দুলতে থাকে।

উত্তর : ক. নির্জন; **খ.** চকাচকিরা; **গ.** ডিঙি; **ঘ.** তটে; **ঙ.** আচ্ছাদন; **চ.** বেণুবন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

উত্তর : কবির বন্ধুটির বাস নদীর ওপারে। নদী পাড়ের গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা বনটি তাঁর ভালো লাগে।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) নদীর বালুচরে কী ঘটে?

উত্তর : নদীর বালুচরে তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে। শরৎকালে চকাচকিরা বাসা বাঁধে। শীতের দিনে বিদেশি হাঁসেরা আসে। কচ্ছপেরা বালুচরে রোদ পোহায়। সন্ধ্যেবেলায় জেলেদের দু–একটি ডিঙি নৌকা ভিড়ে।

খ) দুই তীরে দু–জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?

উত্তর : কবির ভালো লাগে–

১। নদীর বালুচর
২। চকাচকির ঘর
৩। তীরে ফুটে থাকা কাশ
৪। বিদেশি হাঁসদের বিচরণ
৫। কচ্ছপের রোদ পোহানোর দৃশ্য
৬। সন্ধ্যেবেলা জেলেদের ডিঙি ভেড়ানোর দৃশ্য

কবির বন্ধুর ভালো লাগে–

১। গাছপালায় ঘেরা ঘন বন
২। বন থেকে নদীতে চলে যাওয়া বাঁকা গলি
৩। গলির দুধারের বাঁশবন
৪। গ্রামের বধূদের ঘাটে আসা–যাওয়ার দৃশ্য
৫। নদীতে ছেলেদের আনন্দ করার দৃশ্য।

গ) ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা সারাদিনই নানা কাজে আসে। কেউ পানি নেয়, কেউ কাপড় ধোয়। তারা পরস্পর কথা বলে, আনন্দ করে। দেখে মনে হয় ঘাটে যেন বধূদের মেলা বসেছে।

ঘ) দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?

উত্তর : দুই তীরে কবিতায় নদীর ওই পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

ঙ) সকাল–সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?

উত্তর : সকাল–সন্ধ্যায় ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

উত্তর : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে চেষ্টা কর।

৭. কর্ম–অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

———————————— মাস,
———————————— বাঁশ।
———————————— চর,
———————————— ঘর।

———————————— মন,
———————————— বন।

উত্তর :
গুরব গুরব ডাকে দেয়া আষাঢ়ের মাস,
বৃষ্টিতে কেঁপে ওঠে বাগানের বাঁশ।

শীতকালে নদীবুকে জাগে নব চর,
ছেলেরা করে যে খেলা বাঁধে ছোট ঘর।
দখিনা বাতাসে মাতে বসন্তে মন,
ফুলে আর পাতাতে সেজে ওঠে বন।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা, দ্রবত গতিতে, পতন, সমতল ভূমি, প্রবাহিত হওয়া, গহ্বর।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
কানাডা	– উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ।
দ্রবত গতিতে	– অত্যন্ত (খুব) তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
পতন	– নিচে পড়া।
সমতল ভূমি	– যে জমি উঁচুনিচু নয়, পাহাড়ি নয়, তাকেই সমতল ভূমি বলে।
প্রবাহিত হওয়া	– বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
গহ্বর	– গর্ত।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা	দ্রবত গতিতে	পতন	সমতল ভূমিতে	প্রবাহিত	গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে ———— ঠেকানো দায়।
খ. নদীর জল ———— হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।
গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা ———— বলি।
ঘ. আমরা ———— হাঁটতে পারি।
ঙ. ———— একটি বড় দেশ।
চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে ————, কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সেরকম নয়।

উত্তর : ক. পতন; **খ.** প্রবাহিত; **গ.** গহ্বর; **ঘ.** দ্রবত গতিতে; **ঙ.** কানাডা; **চ.** সমতল ভূমিতে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক) নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : নায়াগ্রা কানাডায় অবস্থিত।

খ) নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য হলো–

১. নায়াগ্রা আকারে ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড়।

২. ঝর্ণার উৎপত্তি হয় পাহাড় থেকে কিন্তু নায়গ্রার উৎপত্তি সমতল ভূমি থেকেই।

গ) নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত। সাধারণত জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর মাঝখানে হঠাৎ ফাটল। সেই ফাটলে পানি পতিত হয়েই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ ফাটলের ভেতর পানি পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও কেউ জানে না। এখানেই নায়াগ্রার বিশেষত্ব।

ঘ) নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

উত্তর : নায়াগ্রার জলধারা সৃষ্টি হয়েছে খরস্রোতা এক নদী থেকে। নদীটি যে মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার দুই দিকের মাটির মাঝে রয়েছে নদীর সমান চওড়া বিশাল এক ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ভেতর চলে যায়।

ঙ) 'বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এখানে।

সাধারণত পাহাড় থেকে জলের পতনেই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। অথচ অবিশ্বাস্যভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। খরস্রোতা একটি নদীর জল নদীর সমান চওড়া একটি ফাটলের গহ্বরে পতিত হয়ে নায়াগ্রার উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বিস্ময়।

চ) সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর : সাধারণ জলপ্রপাতের তুলনায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত একেবারেই আলাদা। এর কারণগুলো হলো–

১. নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত।

২. সাধারণত জলপ্রপাতের পানি পাহাড়ের উপর থেকে সমতলে পতিত হয়। কিন্তু নায়াগ্রার উৎপত্তি সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

৩. সাধারণ জলপ্রপাতের পানি পতনের পর গড়িয়ে একটি জলাশয়ে পরিণত হয়। কিন্তু নায়াগ্রার পানি পতনের পর কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

১. জাপান ২. ভারত
৩. কানাডা✓ ৪. রাশিয়া

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–

১. পাহাড় থেকে ২. সমতল ভূমি থেকে✓
৩. কোন উঁচু স্থান থেকে ৪. পাহাড়ি ঢল থেকে

গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

১. বাসের ভাড়া বেশি
২. সেখান বাস যায় না
৩. বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না✓
৪. বাসে সময় বেশি লাগে

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক) তখন আমিও পড়েছি ——— জলপ্রপাতের কথা।	সৌভাগ্য
খ) জলপ্রপাত দেখার ——— একবার হয়েছিল।	ফাটল
গ) একদিন ——— সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল।	খরস্রোতা
ঘ) যে মাটির ওপর দিয়ে এই ——— নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এই বিশাল ———।	নায়াগ্রা
	বন্ধুবান্ধবদের

উত্তর : ক) নায়াগ্রা; **খ)** সৌভাগ্য; **গ)** বন্ধু-বান্ধবদের; **ঘ)** খরস্রোতা, ফাটল।

৬. কথাগুলো বুঝে নিই।

জলপ্রপাত	–	পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
মজলিস	–	গল্পগুজব করার আসর।
জলের ধর্ম	–	জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
বিশ্ব-ভূমণ্ডল	–	জগৎ, দুনিয়া।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি– তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

উত্তর : 'চিঠিপত্র লিখন' অংশে দেখ।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

ক. পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে।

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো পাহাড় থেকে নামেনি।

গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর পানির পতনের ফলে। নদীটি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একটি বিশাল ফাটল। পানি ঐ ফাটলের ভেতরে চলে যায়।

ঘ. নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে দুটি কারণে–

১. এটি পাহাড় থেকে পানির পতনের ফলে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর প্রবাহিত একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

২. নায়াগ্রার পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশ করে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরবদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে–কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি, হানাদার, খাজনা।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
বর্গি	–	মারাঠা দস্যু।
হানাদার	–	আক্রমণকারী।
খাজনা	–	কর বা ট্যাক্স।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের	বর্গি	খাজনা

ক. সরকারকে ———— দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।
খ. বহু পূর্বে বাংলায় ———— এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।
গ. ———— পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ–দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

উত্তর : **ক.** খাজনা; **খ.** বর্গি; **গ.** হানাদারদের।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক) বর্গি এল খাজনা নিতে, মারল মানুষ কত। – 'খাজনা নিতে' অর্থ লুটতরাজ করতে। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।

খ) তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না। – মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তারাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।

গ) মা হয়ে যায় দেশের মাটি, তার বুকেতেই থাকা। – মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক) বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?

উত্তর : মারাঠা দস্যুরা 'বর্গি' হিসেবে পরিচিত।
বহু পূর্বে বর্গিরা বাংলার মানুষদের নানাভাবে অত্যাচার করত। তারা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করত। কখনো বা হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করত ও ধনসম্পদ লুট করত।

খ) হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?

উত্তর : হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছিল। তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এদেশের অসংখ্য নারী–পুরবষ হানাদারদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছিল। তাই হানাদারদের কথা এদেশের মানুষ ভুলবে না।

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। তাই তাঁদের কথা এ দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

ঘ) মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?

উত্তর : মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মানুষের ওপর তারা অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশ থেকে তাদের তাড়াতেই মুক্তিসেনারা তাদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

ঙ) 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'– কথাটি ব্যাখ্যা করি।

উত্তর : পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে একসময় এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়– এ বিষয়টিই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।
বর্গিরা এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। তারা যাওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার শুরব হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রবমুক্ত করে। ফলে এদেশের বুক থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে আলোকিত দিনের সূচনা ঘটে।

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আঁধার	আলো
কালো	সাদা
ভালো	মন্দ
জয়	পরাজয়
সকাল	সন্ধ্যা

ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলের ———— দেখে ছেলেটি আনন্দে নেচে উঠলো।
খ. একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ——— ব্যাজ পরে শহিদ মিনারে যাই।
গ. ———— হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।
ঘ. ——— নামলে ঘন জঙ্গালের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।
ঙ. ———— ছেলের সঙ্গা ত্যাগ করাই উত্তম।

উত্তর : ক. জয়, **খ.** কালো, **গ.** সন্ধ্যা, **ঘ.** আঁধার, **ঙ.** মন্দ

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

উত্তর : পাঠ্য বই থেকে কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করে শিৰকের সহায়তা নিয়ে আবৃত্তি কর ও না দেখে লেখ।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

উত্তর :

বিজয় মানে

গিয়াস উদ্দিন রূপম

বিজয় মানে মুক্ত কথন
শক্ত সবল গলা
বীরের মতো শির উঁচিয়ে
সত্য কথা বলা।
বিজয় মানে নেই পিছুটান
সামনে চলার শুরব
দিকবিদিকে একলা ঘোরা
কাঁপবে না বুক দুরব।
বিজয় মানে স্বপ্ন রঙিন
স্বাধীনচেতা জাতি
সুখ–পাখিটার সঙ্গা নেয়া
সন্ধ্যা–সকাল–রাত–ই।
বিজয় মানে শঙ্কাবিহীন
স্রোত প্রতিকূল চলা
হাত–পা ছুড়ে সাঁতরে ছোটা
থাকনা অথই জলা।
বিজয় মানে স্বর্ণালি রোদ
শুভ্র দিনের উঁকি
ভর দুপুরে কলসি কাঁখে
জলকে চলা খুকি।
বিজয় মানে মনজুড়ানো
মধুর চড়ুইভাতি
টকটকে লাল রক্তজবায়
স্মৃতির মালা গাঁথি।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত, নিপীড়িত, মজলুম, বিষ–নজর, কারারবদ্ধ, প্রতিবাদী, সমাবেশ, কাগমারি, সম্মেলন, প্রবাসী, বাংলাদেশ সরকার, পদমর্যাদা, আত্মসমর্পণ, মোহ, অনাড়ম্বর।

শব্দ	অর্থ
নির্যাতিত	– অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।
নিপীড়িত	– নির্যাতনের শিকার।
মজলুম	– অত্যাচারিত, নির্যাতিত।
বিষ–নজর	– হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি, কুনজর।
কারারবদ্ধ	– জেলে আটকানো।
প্রতিবাদী	– যে কোনো উক্তির বিরবদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।
সমাবেশ	– একত্রে অবস্থান।
কাগমারি	– টাঙ্গাইল জেলার একটি এলাকা।
সম্মেলন	– জনসমাবেশ।
প্রবাসী	– ভিন্ন দেশে যে বাস করে।
বাংলাদেশ সরকার	– বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের শাসনভার পরিচালনাকারী কর্তৃপৰ।
পদমর্যাদা	– পদের জন্য যে সম্মান।
আত্মসমর্পণ	– সম্পূর্ণরূ পে অন্যের বশ্যতা স্বীকার।
মোহ	– অজ্ঞান, মায়া, মূর্ছা।
অনাড়ম্বর	– সাদাসিধা।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী	আত্মসমর্পণ	মোহ	সরকার	প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ ———— হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব ————।

গ. ———— ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎলোকের ধনসম্পত্তির উপরে ———— থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানিরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ———— করে।

উত্তর : ক. প্রতিবাদী; **খ.** প্রবাসী; **গ.** সরকার; **ঘ.** মোহ; **ঙ.** আত্মসমর্পণ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক) মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

উত্তর : মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানী চিরকাল মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

খ) মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী প্রথমে চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে আগত এক পীর তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠান।

গ) কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : কাগমারি থাকার সময় ভাসানী জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। জমিদারের কারণেই তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

ঘ) কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?

উত্তর : ১৯২৪ সালে মওলানা ভাসানী এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ সমাজেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে 'ভাসানচরের মওলানা' নাম দেয়। পরে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'ভাসানী'। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী।

ঙ) পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে মওলানা ভাষণে যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়।

চ) শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

উত্তর : এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে মওলানা ভাসানীর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ছ) মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

উত্তর : মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমি পেয়েছি–

১. দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা
২. মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা
৩. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শিক্ষা
৪. অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের শিক্ষা
৫. সাধারণ নিরহংকারী জীবন যাপনের শিক্ষা

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মজলুম – আমরা মজলুমদের সাহায্য করব।
কারারুদ্ধ – চুরির অপরাধে লোকটি কারারুদ্ধ রয়েছে।
প্রতিবাদ – ছাত্ররা অন্যায়ের প্রতিবাদ করল।
অনাড়ম্বর – বিয়ের অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বর ছিল।
মোহ – অর্থের মোহে সে অন্যায় কাজটি করেছে।
আত্মসমর্পণ – বিপক্ষ দল আত্মসমর্পণ করল।
নিপীড়িত – নিপীড়িত লোকটি বিচার দাবি করছে।

৫. জেনে নিই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ– ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানান।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

১. নির্যাতিত✓ ২. অবহেলিত
৩. সুখী ৪. বড়লোক

খ. মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?

১. ইরাকের✓
২. বাংলাদেশের
৩. ভারতের
৪. পাকিস্তানের

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

১. গ্রামের মানুষের কারণে
২. জমিদারদের কারণে✓
৩. ব্যবসায়ীদের কারণে
৪. রাজনৈতিক কারণে

ঘ. মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন–

১. আমি খেটে–খাওয়া মানুষের কথা বলি✓
২. আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি
৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–

১. যুক্তফ্রন্ট✓ ২. যুক্তদল
৩. যুবফোরাম ৪. যুবফ্রন্ট

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর কী ছিলেন?

১. সদস্য✓ ২. প্রেসিডেন্ট
৩. সহকারী ৪. কেউ নন

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?

১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ✓
৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক
৪. শেখ মুজিবুর রহমান

৭. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক চিহ্ন দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন– ✓মওলানা ভাসানী/শেরে বাংলা/শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হওয়ার পর মুক্তি পান– তের/চৌদ্দ/✓সতের মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়– ✓ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা– ✓পুড়িয়ে দেয়/পাহারা দেয়/তাদের দখলে নিয়ে নেয়।

বই

হুমায়ুন আজাদ

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

কোনো কোনো বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা–ভাবনার কথা বলে। আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। আমাদের মনে জ্বালিয়ে দেয় শুভ–ভাবনার প্রদীপ। আমাদের মনের ভিতরের স্বার্থপরতা ও মন্দ চিন্তাকে দূর করতে তা সাহায্য করে। আমাদের ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখায়।

আবার, এমন কিছু বইও আছে পৃথিবীতে যেগুলো মনের ক্ষুদ্রতা দূর তো করেই না, বরং মনকে আরো স্বার্থপর করে তোলে। মনকে করে তোলে ঈর্ষা ও হিংসায় জরজর। সেসব বই পড়লে মন আলোকিত হয় না, সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমরা তাই সুন্দর ভাবনা–চিন্তায় ভরা বইগুলো পড়ব।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রদীপ, স্বপ্ন, ভিন্ন, অন্ধ, বন্ধ

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
প্রদীপ	– বাতি, দীপ।
স্বপ্ন	– স্বপন।
ভিন্ন	– আলাদা, পৃথক, অন্য।
অন্ধ	– অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না এমন।
বন্ধ	– আটক, অচল।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রদীপের	স্বপ্ন	ভিন্ন	অন্ধ	বন্ধ

ক. ———— জানালার বাইরেই আছে নীল আকাশ।
খ. ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ ভিন্ন ———— ভাষায় কথা বলে।
গ. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ আমি অনেক ———— দেখি।
ঘ. ———— লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব।
ঙ. ———— আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, চোখ জুড়িয়ে দেয়।

উত্তর : ক. বন্ধ; **খ.** ভিন্ন; **গ.** স্বপ্ন; **ঘ.** অন্ধ; **ঙ.** প্রদীপের।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক) বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

– বইয়ের পাতা অনেক নতুন চিন্তা, নতুন কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। বইয়ের সেসব কথা পড়ে আমরা নতুন করে ভাবতে শিখি, স্বপ্ন দেখতে শিখি। আমরা হয়ে উঠতে পারি নতুন মানুষ।

খ) যে–বই তোমায় অন্ধ করে
যে–বই তোমায় বন্ধ করে
সে–বই তুমি ধরবে না।

– কিছু কিছু বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও ভালো কথা বলে না, বরং বলতে থাকে এমন সব মন্দ চিন্তা–ভাবনার কথা, যা পড়লে আমাদের মন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে যায়। সেসব বই পড়ে আমরা আমাদের মনকে

কখনো অন্ধকারে ভরিয়ে তুলব না।

৫. সমার্থক শব্দ জেনে নিই।

প্রদীপ – বাতি, দীপ, পিদিম, দীপবর্তিকা, আলোকাধার।
আলো – আলোক, প্রভা, আভা, দীপ্তি, জ্যোতি।
সূর্য – রবি, তপন, দিবাকর, ভানু, প্রভাকর।

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক) কোন ধরনের বই পড়া উচিত? কেন?

উত্তর : যে বইগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা–ভাবনার কথা বলে সে বইগুলোই আমাদের পড়া উচিত।

ভালো বইগুলো আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। মন থেকে স্বার্থপরতা ও অন্যান্য মন্দ চিন্তা দূর করে। তাই মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমাদের এ ধরনের বই পড়া উচিত।

খ) কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?

উত্তর : যে বইগুলো মনকে ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করে তোলে সে বইগুলো পড়া উচিত নয়।

কিছু কিছু বই মনকে উদার করে তোলার পরিবর্তে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে তোলে। এ বইগুলো পড়লে মন আলোকিত হয় না। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে এই বইগুলো আমাদের বাধা দেয়। তাই এ ধরনের বই পড়া উচিত নয়।

গ) 'বই আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে'– বুঝিয়ে বলি।

উত্তর : বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞান–বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা বই পড়ে জানতে পারি। এর ফলে আমরা নতুন করে ভাবতে শিখি। আরও নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠি। এভাবেই বই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

উত্তর : পাঠ্য বই থেকে কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করে শিবকের সহায়তা নিয়ে আবৃত্তি কর। বই বন্ধ করে কবিতাটি খাতায় লেখ।

৮. আমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি।

উত্তর : 'প্রবন্ধ রচনা' অংশে 'আমার প্রিয় বই' রচনাটি দেখ।

৯. 'বই' কবিতাটির কবি কে? কবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

উত্তর : 'বই' কবিতার কবি হুমায়ুন আজাদ। কবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উলেরখ করা হলো–

ক. হুমায়ুন আজাদ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী।

খ. হুমায়ুন আজাদের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮এ এপ্রিল।

গ. হুমায়ুন আজাদ চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

ঘ. অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ ইত্যাদি হুমায়ুন আজাদের উলেরখযোগ্য গ্রন্থ।

ঙ. হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ সালের ১১ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

১০. কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখি।

যে–বই তোমায় দেখায় ভয়
সে–বই তুমি পড়বে না।
যে–বই জ্বালে ভিন্ন ভালো
সে–বই তুমি পড়বে।
যে–বই তোমায় অন্ধ করে
যে–বই তোমায় বন্ধ করে,
সেগুলো কোনো বই–ই নয়।
বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো।

১১. কর্ম–অনুশীলন।

পাঠ্য বইয়ের বাইরে আমি যেসব ছড়া ও কবিতা পড়েছি তার একটি তালিকা তৈরি করে শিবকের নিকট জমা দিই। পরে, তার মধ্য থেকে একটি/দুটি ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করি।

উত্তর : পাঠ্য বইয়ের বাইরে তুমি যেসব ছড়া/কবিতা পড়েছ সেগুলো ভেবে একটি তালিকা তৈরি কর। এরপর দু–একটি ছড়া/কবিতা শিবকের সহায়তা নিয়ে আবৃত্তি কর।

এখানে নমুনা হিসেবে একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ছড়া	কবিতা
ক) ট্রেন – শামসুর রাহমান	ক) আমাদের ছোট নদী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) আমি হব – কাজী নজরবল ইসলাম	খ) তালগাছ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) পালকির গান – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	গ) আদর্শ ছেলে – কুসুমকুমারী দাশ
ঘ) হাটে যাব – আহসান হাবীব	ঘ) চল্ চল্ চল্ – কাজী নজরবল ইসলাম
ঙ) স্বাধীনতার সুখ – রজনীকান্ত সেন	ঙ) আমাদের গ্রাম – বন্দে আলী মিঞা
চ) ডানপিটে – গিয়াস উদ্দিন রূ পম	চ) কাজলা দিদি – যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অপেৰা

সেলিনা হোসেন

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু, উদগ্রীব, বিবিসি, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধু, ট্রেনিং, গপগপিয়ে, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্যাম্প, মিলিটারি।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
খুশবু	–	সুগন্ধ।
উদগ্রীব	–	খুব আগ্রহী। ব্যগ্র।
বিবিসি	–	ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম।
গণহত্যা	–	অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।
বঙ্গবন্ধু	–	জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি।
ট্রেনিং	–	কোনো বিশেষ বিষয়ে শিৰা দেওয়া বা নেওয়া, প্রশিৰণ।
গপগপিয়ে	–	গপগপ করে।
মুক্তিবাহিনী	–	শত্রুর দখল থেকে দেশকে রৰা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল।
মুক্তিযোদ্ধা	–	যিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন।
ক্যাম্প	–	সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।
মিলিটারি	–	সামরিক বাহিনী। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

২। ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উদগ্রীব	**বিবিসির**	**গণহত্যা**	**বঙ্গবন্ধুর**
মিলিটারির	**মুক্তিযোদ্ধারা**	**ক্যাম্প**	

ক. রবৰা ..... হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে ..... খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে ..... শুরব করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা ..... ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি ..... সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে..... এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

উত্তর : ক) উদগ্রীব; **খ)** বিবিসির; **গ)** গণহত্যা; ঘ) বঙ্গবন্ধুর; **ঙ)** মিলিটারির; **চ)** মুক্তিযোদ্ধারা।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক) রবমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রবমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল একসাথে ওদের বাড়িতে কখনো ফোটেনি। ফুলের সুগন্ধে চারদিক মেতে উঠেছিল।

খ) রববার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রববার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটা বোলে ভরে উঠেছিল। এত বোল এ গাছে আগে কখনো দেখা যায়নি। আমের বোলের সুবাসে চারদিক ভরে ওঠেছিল।

গ) প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি রাতে হঠাৎ চলে আসেন তখন তাঁকে যেন ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারেন সেজন্যই তিনি এ কাজটি করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যেতেন। দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রাখায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

ঘ) গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

উত্তর : রবমা ও রববা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপেৰা করত।

মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রবমা, রববাদের বাড়িতে আসত। গভীর রাতে এসে তারা ভাত খেত, নয়তো একটুখানি জিরিয়ে নিত। রবমা ও রববা সবসময় অপেৰায় থাকত কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শোনার প্রতীৰায় তাদের চোখে ঘুম আসত না। তাই তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত।

ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জসীম মিয়া ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান। সহযোদ্ধাদের জসীম মিয়া বলে গিয়েছিলেন কোনো সাহায্য লাগলে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাই জসীমের স্ত্রীর কাছে সাহায্য চায়। জসীমের স্ত্রী রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়ে রবমা ও রববা তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।

চ) "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা"– "অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : কথাগুলো জসীম মিয়া তাঁর দুই মেয়ে রবমা ও রববা সম্পর্কে বলেছে। রবমা ও রববা খুব বুদ্ধিমতি। আশেপাশের সবকিছু তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এ কারণেই জসীম মিয়া বলেছেন যে তাঁর মেয়েদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। জসীম মিয়া আশা করেন তার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে। "বড় হ" বলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।

ছ) একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দৰতা থাকা দরকার?

উত্তর : একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু যোগ্যতা ও দৰতা থাকা প্রয়োজন। যেমন–

১. দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর টান
২. অস্ত্র চালনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
৩. কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতা
৪. শারীরিক শক্তি
৫. দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মানসিকতা
৬. প্রখর বুদ্ধিমত্তা

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

১) ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

ক বইয়ের মধ্যে খ বালিশের নিচে
গ কৌটার মধ্যে ঘ খাতার মধ্যে✓

২) আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?

ক বাজারের খবর খ যুদ্ধের খবর
গ গণহত্যার খবর✓ ঘ বাড়ির খবর

৩) রববা রবমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রবমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে–

ক বাবার মরে যাওয়া✓
খ মায়ের মরে যাওয়া
গ ভাই বোনের মরে যাওয়া
ঘ স্বামী মরে যাওয়া

৪) কখন শিউলি ফুল ফোটে?

ক আশ্বিন মাসে✓ খ কার্তিক মাসে
গ দিনের বেলা ঘ মাঘ মাসে

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই।

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ্য। যেমন– নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে 'নদী' বিশেষ্য পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ্য শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন– মুনা দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাঁড়ি, দ্রুত।

বিশেষ্য	বিশেষণ
নদী	গরম
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

উত্তর :

বিশেষ্য	বিশেষণ
নদী	গরম
গাছ	শুকনো
ভাত	ভীষণ
দরজা	কাঁপা
রাইফেল	গভীর
হাঁড়ি	দ্রুত

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

জন্ম, কান্না, ভরা, যুদ্ধ, দূর, শুকনো।

উত্তর :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
জন্ম	মৃত্যু	যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।
কান্না	হাসি	শিশুর মুখের হাসি অতুলনীয়।
ভরা	খালি	ঘরটি খালি পড়ে আছে।
যুদ্ধ	শান্তি	আমরা সবাই শান্তি চাই।
দূর	নিকট	স্কুলটি বাজারের নিকটে অবস্থিত।
শুকনো	ভেজা	ভেজা জামাটি রোদে দিলাম।

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন, আয়ু, অপেৰা, মুক্তিযোদ্ধা, রেডিও।

উত্তর :

শব্দ	বাক্য
জন্মদিন	– জন্মদিনে রবমা অনেক উপহার পেয়েছে।
আয়ু	– প্রজাপতির আয়ু সাধারণত ৭–১০ দিন হয়।
অপেৰা	– আমরা ক্লাস ছুটির জন্য অপেৰা করছিলাম।
মুক্তিযোদ্ধা	– মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের অহংকার।
রেডিও	– দাদুভাই রেডিওতে খবর শোনেন।

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া	– হঠাৎ ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে ফেলল।
মুখ থুবড়ে পড়া	– উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।
গপগপিয়ে খাওয়া	– একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।
দুই সের	– আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য 'সের' ব্যবহার করা হতো। ১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)। ১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)।

৯. কর্ম–অনুশীলন।

আমার শ্রেণিকৰ, বাবা-মা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।

উত্তর : শিৰকের সহায়তায় নিজে নিজে চেষ্টা কর।